ছোটগল্প

# রক্তের দাগ

**অরিন্দম ঘোষ**

(১)

সকাল আটটা নাগাদ সাদা বাড়িটার সামনে জিপ থেকে নেমেই ভুরু কুঁচকে ফেললেন ওসি বিনোদবিহারী রায়। এর মধ্যেই বাড়িটার সামনে বেশ ভিড় জমে গিয়েছে এবং ভিড়ের চরিত্র দেখে মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি দ্রুত হাতের বাইরে যেতে পারে। ফোনে আরও ফোর্স পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে বিনোদবাবু ভিড় ঠেলে এগোলেন। ভিড় থেকে নানা ধরনের মন্তব্য ভেসে আসছে। বাড়ির গেটের সামনে থাকা দু'জন কনস্টেবল বিনোদবাবুকে স্যালুট করল। তিনি আবার ভুরু কুঁচকোলেন, সিচুয়েশন তো আউট অফ কন্ট্রোলে চলে যাচ্ছে।

–হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আমরা খুব চেষ্টা করছি।

–তোমাদের একার চেষ্টায় হবে না। আমি ফোর্স পাঠাতে বলেছি। ওরা এলে গেটের বাইরেটা ফাঁকা করে দেবে। ক্লিয়ার?

–ইয়েস, স্যার।

–বিনোদবাবু গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। এই বাড়ির দোতলায় আজ দু'টো ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে। দোতলায় উঠতেই তিনি একজন সাব–ইন্সপেক্টরের মুখোমুখি হলেন। ইন্সপেক্টর কমবয়সী, নাম তন্ময় চক্রবর্তী। সে বলল, আসুন স্যার, ঘরটা এদিকে।

বিনোদবাবু যে ঘরটায় ঢুকলেন, সে ঘরে দু'টো ডেডবডি পড়ে রয়েছে। একজন বিছানায়, একজন মেঝেতে। বিনোদবাবু দৃশ্যটা একঝলক দেখে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, দেখে তো স্বামী–স্ত্রী বলে মনে হচ্ছে।

–হ্যাঁ, স্যার। প্রতিবেশীরা তো সেটাই কনফার্ম করছেন।

–হুমম। ফরেন্সিকের টিম কখন আসছে?

–ওরা আধঘণ্টার মধ্যে ঢুকে যাবে স্যার।

–হুম। ওদের কাজ হয়ে গেলে বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিও।

–হ্যাঁ, স্যার। স্যার, আপনি কিছু বুঝতে পারছেন?

–এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা সম্ভব নয় তন্ময়। তবে ...

–তবে কী স্যার?

–তুমি লক্ষ করেছ কিনা জানি না, ঘরের আয়নায় রক্তের দাগ।

(২)

খুনের ঘটনার পর তিনদিন কেটে গিয়েছে। থানায় কেসটা নিয়ে তন্ময়ের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন বিনোদবিহারী রায়।

–তোমার কেসটা নিয়ে কী মনে হয় তন্ময়?

–জলের মতো সহজ কেস স্যার।

–কীরকম?

–স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে অনেকদিন ধরেই বনিবনা ছিল না। প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত। খুনের রাতে সেটা চরমে পৌঁছোয়। ফলে মিস্টার শশধর মিত্র তাঁর মিসেসকে গলা টিপে হত্যা করেন। কিন্তু খুনের পরে তাঁর অনুশোচনা হয়। তার ফলেই খাবারে বিষ মিশিয়ে তাঁর আত্মহত্যা।

–মিস্টার মিত্র যে বিষ খেয়েছিলেন সেটা বুঝছ কী করে?

–পোস্টমর্টেম রিপোর্ট স্যার। আর মিসেস মিত্রকেও যে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

–ডাক্তারদের মতে খুনের সময়টা ঠিক কখন?

–রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা।

–হুম। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শুনলে। তার উপরে মিস্টার মিত্র আর মিসেস মিত্র তো নিঃসন্তান ছিলেন, তাই না?

–হ্যাঁ স্যার। প্রতিবেশীরা অনেকবার ঝগড়ার আওয়াজ শুনেছেন। তা ছাড়া আরও কারণ ছিল।

–যেমন?

–ব্যক্তিত্বের সংঘাত স্যার। শশধরবাবু ছিলেন একটু সেকেলে। বাড়ি আর অফিস ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না। পার্টি করতেন না, মদ, এমনকি সিগারেটও ছুঁয়ে দেখতেন না। ওঁর মিসেস ছিলেন এর উল্টো। হাউজওয়াইফ হলেও উইকেন্ডে তিনি বন্ধুদের নিয়ে পার্টি করতেন, ড্রিঙ্কও করতেন। খুনের রাতেও তিনি পার্টি থেকে লেট করে ফেরেন।

–হুমম। বডি প্রথম কে দেখতে পায়?

–দুধওয়ালা স্যার। সকালে অনেকবার ডাকাডাকি করার পরেও সাড়া না পেয়ে সে প্রতিবেশীদের ডাকে। তারপরই...

–আচ্ছা, বাড়ির ঠিক সামনের রাস্তায় যে সিসিটিভি ক্যামেরাটা আছে, ওতে কিছু পেলে?

–আমাদের ভাগ্য ভালো স্যার। আজকাল তো সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কয়েকদিন পরেই সেগুলোর কমপ্লেন আসতে শুরু করে। কোনওটা খারাপ আবার কোনওটার ফুটেজ অস্পষ্ট।

–এ ক্ষেত্রে এসব কিছুই হয়নি। ক্যামেরার মুখটা এই বাড়ির দিকে। ফুটেজও ক্লিয়ার। কিন্তু স্যার ফুটেজের মতে সেদিন বাড়িতে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি আসেননি।

–আসেননি?

–না, স্যার। সকাল সাড়ে দশটায় মিস্টার মিত্র বেরিয়ে যান, ফেরেন বিকেল পাঁচটায়। মিসেস মিত্র দুপুরে বেরিয়েছিলেন জিনিসপত্র কিনতে, যেমনটা রোজ বেরোন। একঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসেন। সেদিন ছিল শনিবার। রাত আটটা নাগাদ তিনি বন্ধুদের পার্টির উদ্দেশে বেরোন। ফেরেন রাত বারোটায়। মিস্টার মিত্রর পার্সোনাল গাড়ি ছিল না। মিসেস মিত্রর বন্ধুরাই ওকে বাড়িতে ড্রপ করেন।

–স্বামী–স্ত্রীর বডি কে শনাক্ত করেন?

–মিসেস মিত্রর দিদি থাকেন বেঙ্গালুরুতে। তিনিই করেছেন। মিসেস মিত্রর মা–বাবা মারা যান ছোটবেলায়। এই দিদিই তাঁকে মানুষ করেন। তবে মিস্টার মিত্রের কোনও আত্মীয়ের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।

–কেন?

–এ ব্যাপারে একটু ধোঁয়াশা রয়েছে স্যার। মিস্টার মিত্র এ পাড়ায় বাড়ি বানান বছর দশেক আগে। তার আগে তিনি কোথায় ছিলেন বা কী করতেন সেটা কেউ জানেন না। তিনি কথা বলতেন কম। নিজের মুখে তাঁর মা–বাবা কিংবা আত্মীয়ের কথা কাউকে বলেননি।

–হুমম। আর রক্তের দাগ?

–সেটাই বড় ধোঁয়াশা ছিল স্যার। আপনার মতো আমিও ওটাকে রক্তের দাগ ভেবেছিলাম। কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝলাম, রক্ত নয়, একধরনের রং। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এ ধরনের রং শুধু আর্টিস্টরা ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রতিবেশীদের দাবি, তাঁরা কেউ মিস্টার মিত্র বা মিসেস মিত্রর ছবি আঁকার কথা শোনেননি। তবে ঘর থেকে আমরা কিছু ছবি আঁকার সরঞ্জাম পেয়েছি।

–হুমম। তুমি এক কাজ করো তন্ময়। মিস্টার মিত্রের অতীত আর আত্মীয়দের সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করো। দরকার হলে যে কাউকে জেরা করবে। কোনও মানুষকে চিনতে হলে তাঁর অতীতটাকে ভালো করে জানতে হয়। এটা জানো তো?

–ইয়েস, স্যার।

(৩)

–মিস্টার মিত্রের অতীতের তল পেলে, তন্ময়?

–পেয়েছি স্যার। পেয়ে বুঝলাম, অতীতকে জানলে বর্তমান আর ভবিষ্যতের অঙ্কটা সরল হয়ে যায় স্যার।

–কীরকম?

আপনার মতো আমিও ওটাকে রক্তের দাগ ভেবেছিলাম। কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝলাম, রক্ত নয়, একধরনের রং। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এ ধরনের রং শুধু আর্টিস্টরা ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রতিবেশীদের দাবি, তাঁরা কেউ মিস্টার মিত্র বা মিসেস মিত্রর ছবি আঁকার কথা শোনেননি। তবে ঘর থেকে আমরা কিছু ছবি আঁকার সরঞ্জাম পেয়েছি। –হুমম। তুমি এক কাজ করো তন্ময়। মিস্টার মিত্রের অতীত আর আত্মীয়দের সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করো। দরকার হলে যে কাউকে জেরা করবে। কোনও মানুষকে চিনতে হলে তাঁর অতীতটাকে ভালো করে জানতে হয়